৫|৬|২০০০

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব

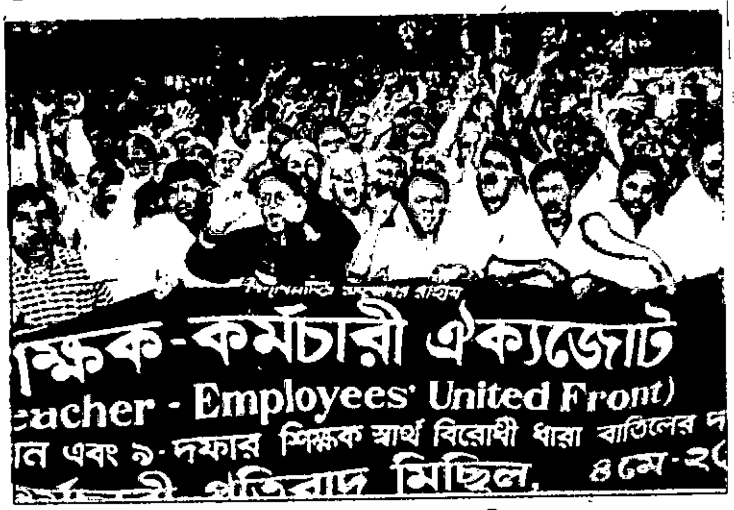

ইনকিলাব ঃ শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট ৬ দফা দাবী বাস্তবায়ন এবং ৯ দফার শিক্ষক স্বার্থবিরোধী ধারাসমূহ বাতিলের দাবীতে গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ শেষে একটি মিছিল বের করে

৬ দফা দাবীতে ২ জুলাই শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের মহাঅবস্থান

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট নেতৃবৃন্দ বলেছেন, শিক্ষকদের ৬ দফা দাবী বাস্তবায়ন এবং শিক্ষক স্বার্থবিরোধী ৯ দফা চুক্তির ধারাসমূহ বাতিল করা না হলে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট আগামী ২ জুলাই ঢাকায় মহাঅবস্থান এবং আগামী ৯ জুন থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত বিভাগীয় পর্যায়ে সমাবেশের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।

গতকাল বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত মিছিলপূর্ব সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জোটের প্রধান সমন্বয়কারী প্রফেসর এম শরীফুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন সমন্বয়কারী সেলিম ভুঁইয়া, কাজী আবদুর রাজ্জাক, যুগ্ম সমন্বয়কারী প্রিন্সিপাল মাজহারুল হান্নান, মাওলানা ইউনুস, প্রিন্সিপাল ইসহাক হোসেন, কাজী মুজিবুর রহমান, শফিকুল আলম, লিয়াকত আলী প্রমুখ। সমাবেশে অতিথি বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন '৯১-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহমদ ও এডভোকেট মোহাম্মদ শাহজাহান। উপস্থিত ছিলেন ডঃ এস এম এ ফায়েজ, ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান ও প্রফেসর ডঃ হাসানুজ্জামান চৌধুরী। সমাবেশ পরিচালনা করেন মোহাম্মদ মকবুল হোসেন।

সমাবেশে সভাপতির বক্তৃতায় প্রফেসর এম শরীফুল ইসলাম বলেন, শিক্ষামন্ত্রীকে মাত্র একদিনই মৃদু হাসতে দেখা গিয়েছিল। আর সেদিনটি ছিল ৯ দফার কালো চুক্তি স্বাক্ষরের দিন। তিনি ঐক্যজোটের আন্দোলনের কর্মসূচী সফল করার জন্য শিক্ষক সমাজের প্রতি আহবান জানান।

জনাব সেলিম ভুঁইয়া বলেন, বর্তমান সরকারের কাছ থেকে শিক্ষকদের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। তিনি বলেন, শিক্ষকদের দাবী আদায়ে ঐক্যজোট কর্মসূচী দিলে শিক্ষামন্ত্রীর দালালরা এমন কিছু প্রক্রিয়া চালায় যা আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করে। তিনি শিক্ষকদের জন্য দেয় ১০০ টাকা বাড়ীভাড়া প্রত্যাখ্যান করে শিক্ষকদের উক্ত টাকা ভাগ করে নেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ম্যানেজিং কমিটি গঠন প্রক্রিয়ায় কোন পরিবর্তন না করায় বর্তমান নিয়মে একজন হেরোইনখোরও ম্যানেজিং কমিটিতে ঢোকার সুযোগ পাবে। তিনি বলেন, শিক্ষকদের দাবী না মানলে শিক্ষকরা ফাইনাল খেলায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হবেন। আর এ অবস্থায় সরকারের চেয়ার উল্টে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষা বিভাগসমূহ এখন ঘুষের রাজ্যে পরিণত হয়েছে। মন্ত্রীর এপিএসকে ১ লাখ টাকা না দিলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয় না। তিনি বলেন, শিক্ষামন্ত্রীর সাথে ৯ দফা চুক্তিকারীরা [illegible]

৭-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট

৮-এর পৃষ্ঠার পর

শুরু করেছে। তিনি এ বিষয়ে সজাগ থাকার জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। প্রিন্সিপাল মাজহারুল হান্নান সমাবেশে আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

শিক্ষক সমিতির সভা

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির জাতীয় নির্বাহী সভা প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী আঃ রাজ্জাকের সভাপতিত্বে গত বৃহস্পতিবার রাতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গত ২৪ আগস্ট শিক্ষক স্বার্থবিরোধী ৯ দফা কর্মসূচীতে স্বাক্ষর করায় এবং পত্রিকায় সংগঠনবিরোধী বিবৃতি প্রদান করায় সভাপতির পদ থেকে শেখ আমানুল্লাহকে অব্যাহতি এবং কাজী আঃ রাজ্জাককে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সমিতির মহাসচিব মোঃ সেলিম ভুঁইয়া, প্রেসিডিয়াম সদস্যবৃন্দ- মহিবুর রহমান চৌধুরী (চট্টগ্রাম), কাজী মুজিবুর রহমান (বরিশাল), আঃ বারী (রাজশাহী), মোহাম্মদ আলী, মোঃ শাহাবুদ্দিন (ঢাকা), কেন্দ্রীয় নেতা আতিয়ার রহমান (যশোর), মোস্তাফিজুল হক (বাগেরহাট), জহিরুদ্দিন আহমেদ, মুহিবুর রহমান (রাজশাহী), আহাদ আলী (খুলনা), খলিলুর রহমান (চুয়াডাঙ্গা), গোলাম মোস্তফা (মেহেরপুর), জওহর লাল ঘোষ (আড়াইহাজার), আঃ সামাদ (নারায়ণগঞ্জ), জাহাঙ্গীর খান (মুন্সীগঞ্জ), আঃ খালেক (গাজীপুর), মোল্লা নজরুল ইসলাম (সাভার), মোখলেছুর রহমান (পিরোজপুর), মকবুল আহমেদ, বাবু সরকার, পরিতোষ, মাইনুল হক, মাহবুবুর রহমান মোল্লা, বজলুর রহমান, আঃ আউয়াল, দীন মোহাম্মদ, মনোয়ারা খাতুন প্রমুখ।